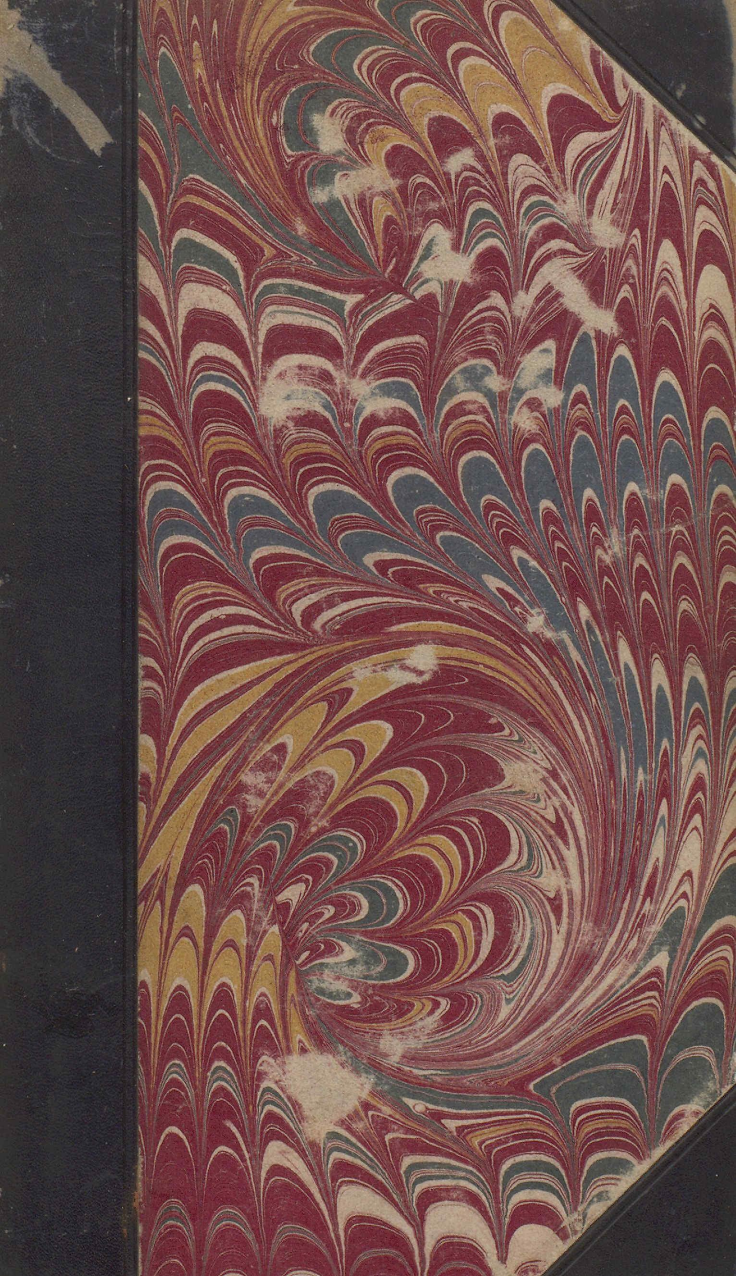

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

180

# পূর্ণসুখের ক্ষণ্ণভাগ।

Purchased of the Raja [illegible] 31st Jany 1859

অর্থাৎ মহী উপকার জন্য

শক্তি স্বপ্ন আদেশে প্রকাশ হইল।

ষষ্ঠীতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বগুণাকর

শ্রীনাথ ঠাকুরের আশ্রিত।

শ্রীতারিণীচরণ মদ্ধন্নি কর্ত্তৃক

বিরচিত।

---

কলিকাতা।

গরানহাটা ষ্ট্রীটে পাঁচু দত্তের গলিতে ৯২ নং ভবনে

শ্রীসেখ সেরাজ জমাদারের

এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে

মুদ্রিত।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি ষষ্ঠীতলা

নিবাসী উক্ত বাবু মহাশয়ের বাটীতে তত্ত্ব করিলে

পাইতে পারিবেন।

শকাব্দা ১৭৭৮।

মূল্য ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

## অথ শক্তি বন্দনা।

নমোঃ নমোঃ আদ্যাশক্তি আত্মা স্বরূপিণী। পরমাত্মা রূপে তুমি জ্ঞান প্রদায়িণী ।। মূলাধারে স্থিতি তব মূলাধারোপরি। সকল জীবেতে আছ তুমিগো শঙ্করি।। তোমাতে যেজন আছে সেই জন সার। সকল করিতে পারে ইচ্ছা হৈলে তার ।। আমি কি করিব ভেবে সন্ধান না পাই। স্বপ্ন দেখিয়ে আর আমাতে আমি নাই ।। আমি নিজে হীন জন হীন কুলে জন্ম। কি রূপে করিব আমি অসম্ভব কর্ম্ম ।। যোগী ঋষি কর্ম্ম মাগো সোপিলে মাতালে। পাগল মাতাল বলি সভে মোরে বলে।। তাই ভাবি মহামায়া কেমনে তরিব। কি রূপে তোমার স্বপ্ন সফল করিব ।। তব তত্ত্ব নাহি জানি আমি মূঢ় জন। নিজগুণে পুরাহ মূঢ়ের আকিঞ্চন ।।

---

## পূর্ণসখের ক্ষুণ্নভাগ।

পয়ার। মূলাধারে শক্তিপদ করিয়ে ধারণ। পূর্ণসখের কিঞ্চিৎ করিব বর্ণন।। যে হেতু রামমোহন রায় জন্মেছিল! ঘুচাইতে বৈধব্য দশা চেষ্টা পাইল ।। বহু চেষ্টা পেয়ে তিনি ব্রহ্মলোকে গেল। তাঁর আশা পূর্ণ বিদ্যাসাগর করিল ।। ধন্য বিদ্যা প্রকাশিল এমহিমণ্ডলে। বিদ্যা গুণে

সুখি হলো বিধবা সকলে।। বিদ্যা গুণে বিলাতেশ্বরীর আজ্ঞা লয়ে। পতি হীনে পতি দেন মিলন করিয়ে।। অতপর শুন সভে যত শ্রেষ্ঠ নর। যে কারণ পতি হীন পুনঃ পান বর।।

## অথ ব্রহ্মলোকে পৃথিবীর গমন ও ব্রহ্মার প্রতি নরের চরিত্র নিবেদন এবং আপন দুঃখ জানান।

পয়ার। অতএব শুন সবে মহী বিবরণ। শক্তিপদ শিরে ধরি করি যে বর্ণন।। ভূমিহত্যে পাপেমহী হয়ে জ্বালাতন। কান্দিতেং যান ব্রহ্মার সদন।। ব্রহ্মার সদনে গিয়ে ব্রহ্মা প্রতি কন। আর যে সহিতে নারি জীর্ণ হলো প্রাণ।। নরগণ নাহি বুঝে নারীর যন্ত্রণা। পতি হীন হলে নারী বিবাহ করেনা।। পতিত করিয়ে রাখে জনমের মত। সহজে অবলা হয় কুপথে প্রবত্ত।। তার মধ্যে কেহ যদি হন গর্ভবতি। গর্ভের নিপাত করে নর দুষ্টমতি।। গর্ভপাত কালেতে মরেন কোন নারী। এই হেতু আইলাম ব্রহ্মা তব পুরী।। স্ত্রীহত্যা গর্ভপাত মোরে নাহি সয়। এ পাপেতে নরগণ নাহি করে ভয়।। ভয় মাত্র নরের হয়েছে লজ্জা ভয়। কি রূপে দিবেন বিভা চলিত যে নয়।। বল্লাল মতেতে নর চলে সর্ব্বক্ষণ। ধর্ম্ম ভয় নাহি করে নর কোন জন।। নাহি ভাবে নরগণ অন্তিমে কি হবে। বল্লাল মতেতে চলি ডুবিছেন সবে।। নারীগণ পিঞ্জরের পক্ষির সমান। থাকিতে পাখা পিঞ্জরে বদ্ধ হয়ে রন।। কি করিবে কারাগারে হয়েছে বাধিত। পলাইতে চেষ্টা করে নাহি পান পথ।। তার মধ্যে কেহ কেহ পিঞ্জর কেটে যায়। তথাপি মূঢ় নরের জ্ঞান নাহি হয়।।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর জোর ছিল তখন। এক্ষণে সহেনা প্রাণে এই নিবেদন॥

অথ মহী মুখে ব্রহ্মা নর বিবরণ শ্রবণ করি, নারায়ণে স্মরণ করেন, ও নারায়ণ ব্রহ্মার স্মরণে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং ব্রহ্মা মুখে মহী বিবরণ শ্রবণ করি, দেব গুরু বৃহস্পতির স্মরণ লন, ও বৃহস্পতি নারায়ণের স্মরণে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ও বৃহস্পতি মহামায়ার স্মরণ লন, ও বৃহস্পতি স্মরনে মহামায়া ব্রহ্মলোকে গমনকরেন, এবং ব্রহ্মাসহ মহামায়ার নানামত কথোপকথন।

পয়ার। অতপর শুন সবে ব্রহ্মা বিবরণ। শুনিয়ে মহীর বাণী ব্রহ্মা কি করেন॥ সেই কথা সংক্ষেপেতে করিব বর্ণন। শির শরজেতে ধরি শক্তির চরণ॥

ত্রিপদী। শুনিয়ে মহীর বাণি, স্মরে ব্রহ্মা চক্রপাণি, মনে মনে চিন্তে নারায়ণ। ব্রহ্মার স্মরণে হরি, আরহি গরুড়োপরি, আইলেন ব্রহ্মার ভবন॥ আসি হরি ব্রহ্ম পুরে, ব্রহ্মা প্রতি যোড় করে, জিজ্ঞাসেন বিশেষ কারণ। ব্রহ্মা সব নিবেদিল, শুনি হরি জ্ঞাত হলো, দেবগুরু স্মরেন নারায়ণ॥ দেবগুরু বৃহস্পতি, হরির স্মরণে গতি, আইলেন ব্রহ্মার ভবন। আসিয়ে ব্রহ্মার পুরে, হরি প্রতি মৃদুস্বরে, জিজ্ঞাসেন কুশল বিবরণ॥ হরি কন হাস্য করি, ঘোর বিপদেতে পড়ি, লয়েছি গুরু তোমার স্মরণ। যা হয় করুন গুরু, নিজগুণে কল্পতরু, হউন পৃথিবী কারণ॥ শুনি গুরু বৃহস্পতি, স্মরিলেন হৈমবতী, মহীদুঃখ হরিবার তরে। হোথায় শিবের রাণী, কৈলাশ ত্যজি অমনি, গমন করেন ব্রহ্মপুরে॥ শক্তির গমন দেখি, ব্রহ্মা হয়ে মহাসুখি, নিবেদন মহী বিবরণ। শুনি মহী বিবরণ,

ব্রহ্মা প্রতি শক্তি কন, দেখি বাছা করিয়ে গণন।। এত শুনি মহেশ্বরী, হাতেতে লইয়ে খড়ি, করিলেন জ্যোতিষ গণনা। জ্যোতিষ গণনা করি, কহিলেন মহেশ্বরী, ব্রহ্মা প্রতি করিয়ে করুনা।। চিন্তা দূর কর বিধি, হইবে নূতন বিধি, কলিযুগে হবে সয়ম্বর। ইচ্ছা মতে বিভা হবে, জাতি ভেদ নাহি রবে, সকলেতে হবে একাকার।। যথা তথা অন্ন খাবে, অন্নব্রহ্ম জ্ঞান হবে, দ্বেষাদ্বেষ না করিবে কেহ। সভে হবে ব্রহ্মজ্ঞানি, নাহি কবে মিথ্যাবাণী, অনিত্য জানিবে নিজ দেহ।। রিপুবসে না চলিবে, ইন্দ্রজয়ী সভে হবে, হইবেক সত্যের উদয়। সত্যভাবে কিছু দিন, রহিবেক নরগণ, পরে হবে কঠিন নিদয়।। কার কথা না শুনিবে, আপ্ত সুখে সুখি হবে, কার প্রতি না রহিবে দয়া। সংসার অসার জানি, সবে হবে তত্ত্বজ্ঞানী, ত্যায়াগিবে পূর্ব্ব দয়া মায়া।। সবে হবে সাধুজন, আপনারে তুচ্ছ জ্ঞান, জানিবে নিজতত্ত্ব সকলে। যে রূপ সত্যের নীত, তাহা হবে প্রচলিত, নরগনের মহীমণ্ডলে।।

পয়ার। এইত দেখিনু বিধি করিয়ে গণন। কলিযুগে হইবেক সত্য আচরণ।। সধর্ম্মে রহিবে সবে ভজি নিরাঞ্জন। ভজন সাধন করি ত্যজিবে জীবন।। অবশেষ যে রহিবে কলি শেষ যুগে। কল্কিরূপ হয়ে হরি আনিবেন স্বর্গে।। স্বর্গে আনি জীবগণে অঙ্গে দিবেন স্থান। কলিযুগে জীবগণে হইবে নির্ব্বাণ।। এইত কহিনু বিধি জ্যোতিষ মতেতে। মম জ্যোতিষ মিথ্যা না হইবে কলিতে।।

অথ ব্রহ্মার বিনয়।

ত্রিপদী। শুনিয়ে শক্তির বাণী, কন ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্ঞানী, যা কহিলে স্বরূপ বচন। কলিতে হইবে সত্য, জানিগো সে

সব তত্ত্ব, এক্ষণে তরি কিসে বলুন ॥ কি বলিব পৃথিবীরে, কাতর হইয়ে মোরে, নিবেদিল নর রিতনীত। অতএব মহেশ্বরী সুউপায় নাহি হেরি, যা হয় করুন সুবিহিত ॥

অথ শক্তির উক্তি।

পয়ার। শক্তি কন সুবিহিত কেমনে হইবে। সুবিধান হলে মহী আরো দুঃখ পাবে ॥ অধিক হইবে পাপ পৃথিবী মণ্ডলে। মদনের বশিভূত হয়েছে সকলে ॥ একারণ বিধি সুবিধান নাহি হবে। সুবিধান করিলে মদন জ্বালাইবে ॥ সহিতে নারিবে মদনের ফুলবাণ। তেজ হীন হইয়াছে যত নরগণ ॥ সিদ্ধ নর পৃথিবীতে নাহি কোন জন। মদন সাশিত করে না দেখি এমন ॥ একারণ বিধি আমি বিধি প্রকাশিব। নর যাতে ধর্ম্মে থাকে তাহাই করিব ॥ নরের থাকিলে ধর্ম্ম মহী সুখী হবে। মহীর যন্ত্রণা যত সকলি ঘুচিবে ॥ একারণ বিধি আমি বিধি প্রকাশিব। বিধবা রমণিগণে পুনঃ পতি দিব ॥ যেরূপ করিব বিধি শুন সৃষ্টি পতি। প্রথমে হইবে বিভা ধরিয়ে পদ্ধতি ॥ তন্ত্র মন্ত্র মতে বিভা প্রথমে হইবে। বিবাহের নীত যত সকলি করিবে ॥ দ্বিতীয়ত বিধি এই শুন সৃষ্টিপতি। স্বামি হীনে স্ত্রীহীনের যা হইবে গতি ॥ অল্পকালে স্ত্রী যদি স্বামি হীন হন। স্ত্রী হীন পুরুষ সহ হইবে মিলন ॥ তাতে নাহি ধর্ম্ম যাবে আমার বিধিতে। স্বামিত্ব ভাবে সেবিলে একান্ত মনেতে ॥ পরকালে পতি পাবে বিধবা না হবে। ভাবের বিভিন্ন হলে নরকে যাইবে ॥ এই সত্য কহিলাম মম বিধি মত। ইচ্ছা মতে পতি লবে নিজ মনোমত ॥ তন্ত্র মন্ত্র কিছুতে নাহিক প্রয়োজন। ইচ্ছা মতে বিভা হবে আমার বচন ॥ সয়ম্বরা যারে বলে সেই মত হবে। ইচ্ছা মতে বিধবা রমণী পতি লবে ॥ এইত কহিনু বিধি শুন বিধি

আর। আর এক বিধি কহি অতি চমৎকার।। যে জন না করিবে বিভা ব্রহ্মচর্য্য রবে। অন্তিমেতে সেই জন শিব লোকে যাবে।। স্ত্রীলোক যাইলে মম অঙ্গে মিসাইবে। পুরুষ যাইলে তথা শিবত্ব পাইবে।। মদন নিধনকারি হইবে সে জন। জন্ম মৃত্যু এড়াইবে ভবের বন্ধন।। এই জন্য চমৎকার বলিলাম বিধি। ব্রহ্মচর্য্য ভাবে রহিলে জীবনাবধি।। সেই জন হইবেক সভার উপরি। পুরুষ হউক বা কিম্বা হউক নারী।।

অথ ব্রহ্মার উক্তি এবং শক্তির উক্তি।

ত্রিপদী। ব্রহ্মা কন দাক্ষেয়নি, কহিলে স্বরূপ বাণী, কিন্তু মাগো সন্দহলো মনে। যে কথা কহিলে শিবে, সকলে শিবত্ব লবে, জীব না রবে মর্ত্ত ভবনে।। হিতে হলো বিপরীত, সকলে হইবে জ্ঞাত, কেহ না করিবে গৃহবাস। কামজয়ী সবে হবে, স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন রবে, স্ত্রী সহ না করিবে বিলাস।। শুনিয়ে ব্রহ্মার বাণি, হেসে কন ত্রিনয়ণী, ব্রহ্মচর্য্য বড়ই কঠিন। বিনে সেই ত্রিলোচন, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ, কার সাধ্য কে করে পালন।। ব্রহ্মচর্য্য যারে বলে, কার সাধ্য মহীতলে, সে মতে চলিবে নরগণ। সে কর্ম্ম দুস্কর অতি, বিনে সেই পশুপতি, না পারিবে নর কোনজন।। শুনিয়ে শক্তির কথা, ব্রহ্মা কন কহ মাতা, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম কত। ব্রহ্মচর্য্য বলে কারে, প্রকাশিয়ে কহ মোরে, কিরূপ হয় সে রীত নীত।।

পয়ার। শক্তি কন সেই কথা বলিতে নারিব। পূর্ণ সখে গঙ্গা ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিব।। ব্রহ্মা কন এ কেমন কহ দাক্ষেয়নী। শুনিনু অদ্ভুত কথা নূতন কাহিনী।। পূর্ণসখ কেমন সে হবে কোথা হতে। সখ নামে শাস্ত্র আছে না

শুনি কর্ণেতে ।। শক্তি কন পূর্ণসখ কলিতে হইবে। মম ভক্ত পুত্র সখ রচনা করিবে।। তার কণ্ঠে অধিষ্ঠান হইয়ে আপনি। রচাইব পূর্ণসখ শুন পদ্মযোনি ।। সেই সখ শুনি নর সুধির হইবে। বিধবা রমণীগণে বিবাহ করিবে।। ব্রহ্মচর্য্য শুনি নর ভয় পাবে মনে। বিধবার বিভা দিবে নর সর্ব্বজনে ।। শুনি পূর্ণসখ কথা সন্দ না রহিবে। দ্বেষা দ্বেষ ভেদাভেদ কেহ না করিবে।। ক্রমে চলিত হবে বর্ণ ভেদ না রবে। একের সন্তান বলি সকলে জানিবে।। জাতি মেলে জাতি গেল না বলিবে কেহ। পূর্ণসখ শ্রবণেতে ঘুচিবে সন্দেহ।। এইত কহিনু বিধি যা হইবে কালে। এক্ষণেতে জন্ম লতে হবে মহীতলে ।। ব্রহ্মা কন সেকেমন কহগো শিবাণী। কি কারণে জন্ম লতে হইবে অবনি ।। শক্তি কন বিধি তুমি নারিলে বুঝিতে। মহী উপকার জন্য যাব অবনীতে।। অবনীতে গিয়ে সভে বিধি প্রকাশিব। বিধবা রমণী বিভা চলিত করিব।।

ত্রিপদী। শুনি ব্রহ্মা শক্তি বাণি, শক্তি অগ্রে যুড়ি পাণি, কাতর হইয়ে কান্দি কন। কেনগো মা শিবরাণী, কহিলে এমন বাণি, জন্মলৈতে হবে কি কারণ ।। শক্তি কন শুন বিধি, জন্ম নাহি লই যদি, বিবাহ চলিত কে করিবে। একারণ সৃষ্টিধর, জন্ম লব মর্ত্যোপর, সুখি করিতে সকল জীবে ।। শুনি ব্রহ্মা বিবরণ, শক্তি প্রতি জিজ্ঞাসেন, কে কে যাবে কহগো শঙ্করী। শক্তি কন সভে জাবে, অংশ রূপে জন্ম লবে, বাকি মাত্র রবেন শ্রীহরি।।

পয়ার। ব্রহ্মা কন কেমন কহিলে গো জননী। হরি বিনে লীলা হবে অসম্ভব বাণি ।। হরি বিনে লীলা নাহি হইবে সংসারে। হরি ছাড়া হয়ে বল রহিব কি করে ।। হরি হন

শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব দেবের উপর। হরি নাহি গেলে নাহি যাব মর্ত্যোপর।। এইসে কহিনু মাতা তব বিদ্যমানে। যে হয় উচিত তুমি কর এইক্ষণে।। শক্তি কন দেখি ব্রহ্মা করিয়ে গণন। মর্ত্যভূমে হরি জন্ম লন কি না লন।। এত বলি মহামায়া গণনা করিল। গণনা করিয়ে গৌরী কহিতে লাগিল।। হইবে হরির জন্ম অবনী ভিতরে। জন্ম লইবেন হরি চুঁচুড়া শহরে।। গণনা করিয়ে বিধি বুঝিনু কারণ। ইন্দ্র জন্য হরি অবনীতে যাইবেন।। অংশরূপে জন্ম লবে রবে অপ্রকাশে। নর ভাবে সদা রবে নরের স্ববাসে।। পরাক্রম না প্রকাশিবেন মহীতলে। বহু কষ্ট শয়ে রবেন নরের মুণ্ডলে।। কীর্ত্তি মধ্যে এক কীর্ত্তি করিবেন হরি। পূজিবে আমার পদ দৃঢ় ভক্তি করি।। হইবে আমার ভ্রম গিয়ে তাঁর পুরে। তাঁর পরিচয় ত্রিলোচন দিবে মোরে।। এইত কহিনু বিধি হরি বিবরণ। গোপন ভাবেতে হরি মর্ত্যেতে রবেন।। ব্রহ্মা কন তবে মা কি উপায় হইবে। হরি যদি নর রূপে মর্ত্যভূমে রবে।। কে করিবে বিবাহের উত্থাপন বল। বুঝিনু মহীর আশা বিফল হইল।। জল-শাই হবে মহী বুঝিনু নিশ্চয়। না হলো বিধবা বিভা হইল প্রলয়।। ভূমি হত্যে পাপ মহী সহিতে নারিবে। সহজেতে নিজ অঙ্গ জলে ডুবাইবে।। শক্তি কন বিধি তুমি ভাব কিকারণ। তিন জন হইতে হবে কর্ম্মের সাধন।। তুমি আমি বৃহস্পতি এই তিন জনে। অংশ রূপে জন্ম লইব মর্ত্য ভুবনে।। ব্রহ্মা কন কি রূপে মা জন্ম লব কোথা। বিস্তারিয়ে মম অগ্রে বলহ গো মাতা।। শক্তি কন শুন বিধি বলি যে তোমারে। বিলাতে লইব জন্ম বাদশার ঘরে।। জন্ম লয়ে হব আমি বিলাতেশ্বরী। মম

হুকুম চলিবে সবার উপরি॥ সকলে বশিভূত করিব বুদ্ধি গুণে। রাজত্ব করিব আমি বসি সিংহাসনে॥ এইত কহিনু বিধি মম বিবরণ। যে রূপে হইবে বিভা বলি তবে শুন॥ তব জন্ম হবে বাঙ্গালায় বৃক্ষ কুলে। রামমোহন রায় নাম বলিবে সকলে॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে সুজন। বিচারে তোমার কাছে সবে হারিবেন॥ তুমি হবে ব্রহ্মজ্ঞানি পৃথিবী মণ্ডলে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি বুঝিবে যোগ বলে॥ বুঝে সুজে করিবে বিবাহ উত্থাপন। বিধবা রমণী বিভা দিতে হবে মন॥ মন হলে নর মাঝে প্রকাশ করিবে। শুনিয়ে তোমার বিধি সকলে হাসিবে॥ অবশেষে মম ঠাই করিবে গমন। মম সনে দেখা করি ত্যজিবে জীবন॥ জীবন ত্যজিয়ে ব্রহ্মলোকেতে আসিবে। বৃহস্পতি তব কার্য্য সুসিদ্ধ করিবে॥ ব্রহ্মা কন কেমন কহিলে রাজেশ্বরী। এ কথা কেমন হলো বুঝিতে না পারি॥ শক্তি কন বুঝিতে নারিলে চতুরানন। বৃহস্পতি জন্ম লবে বিবাহ কারণ॥ তুমি মাত্র বিবাহের উল্লেখ করিবে। তব বিধি মতে গুরু নরেরে বুঝাবে॥ নরেরে বুঝায়ে বিধি দিবে বৃহস্পতি। বিধবা রমণী যাহে পুনঃ পায় পতি॥ এমন ব্যবস্থা বিধি প্রকাশ করিবে। বিধবা বিবাহ লাগি আমারে জানাবে॥ বিচার করিব আমি অতি বিচক্ষণ। বিচারেতে প্রকাশিব নূতন আইন॥ আইন মতেতে হবে বিবাহ চলিত। বৃহস্পতি দিবে বিভা হইয়ে চেষ্টিত॥ এইত কহিনু বিধি আর কি কহিব। বৃহস্পতি হৈতে বিভা চলিত হইব॥ ব্রহ্মা কন মাহেশ্বরী বুঝিনু এখন। কোথা গুরু জন্ম লবে কহ বিবরণ॥ পৃথিবীতে কি নাম বলাবে বৃহস্পতি। অনুগ্রহ করি মাগো কহ আমাপ্রতি॥ শক্তি

কন ব্রহ্ম কুলে জনম লবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়ে সভে বলিবেন।। বিদ্যাগুনে বিদ্যাসাগর বলিবে নরে। নর মাঝে মান্য বড় হবে মর্ত্য পুরে।। এইত কহিনু বিধি সুনিশ্চিত বাণি। অংশ রূপে চল সভে যাইতো অবনী।। ব্রহ্মা কন অংশ রূপে করিলে গমন। কেমনে বিধবা বিভা হইবে চলন।। নরগণ তেজ হীন হয়েছে সংসারে। আগে নাহি বিভা করিবেন কোন নরে।। একারণে সন্দ মনে শুন গো জননী। কে করিবে আগে বিভা কহ তবে শুনি।। শক্তি কন একারণ না হবে ভাবিতে। কার্ত্তিক করিবে বিভা সভার অগ্রেতে।। এইত কহিনু বিধি স্বরূপ বচন। পরেতে করিবে বিভা অন্য দেবগণ।। তস্যপর গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকলেতে। বিবাহ করিবে সভে আপন সুখেতে।। অবশেষে বিবাহ করিবে নরগণ। এইত কহিলাম বিবাহের বিবরণ।। ব্রহ্মা কন বুঝলাম বিশেষ কারণ। মর্ত্য ভূমে দেবগণ করিবে গমন।। দেবের গমনে নর জ্ঞান পথ পাবে। নিজং তত্ব নর জানিতে পারিবে।। ভাল মন্ত্রণা করিলে জগত জননী। মন্ত্রণার গুণে ধন্য হইল মেদিনী।। নরগণ সুখি হবে মন্ত্রণার গুনে। অসুখি না রবে কেহ ভারত ভুবনে।। স্বামি হীনে স্বামি পাবে ঘুচিবে যন্ত্রণা। ভূমি হত্যা পাপ আর মহীতে হবেনা।। ধন্য মাগো মহামায়া প্রণাম তোমারে। তব কৃপা গুণে সুখি করিলে মহীরে।।

অথ ব্রহ্মার সহ মহীর নানামত কথোপকথন এবং মহীর মহীতলে গমন এবং বিধবা রমণীর পতি জন্য মহীর বিলাপ।

পয়ার। অতএব শুন সবে মহী বিবরণ। ব্রহ্মা প্রতি

পুনঃ মহী কি কথা বলেন ॥ মহী বলে শুন বিধি মম নিবেদন। মন্ত্রণাতে নাহি হয় দুঃখ নিবারণ। নদীতে থাকিলে জল পিপাশা না যায়। শিশির বরিষণেতে ধান্য না পাকয় ॥ যুদ্ধ বিনে নাহি হয় জয় পরাজয়। হাওা বিনে জীবের জীবন নাহি রয় ॥ আহারীয় দ্রব্য দেখে আশা নাহি মিটে। অঙ্গহীন ঐশ্বর্য্যেতে সুখ নাহি ঘটে ॥ প্রকৃতি পুরুষ বিনে না হয় রমন। জোর বিনে জীবন ঊর্দ্ধে না করে গমন ॥ অতএব বিধি তুমি বুঝে দেখ মনে। রামচন্দ্র রাজা হবে যেতে হলো বনে ॥ অতএব মন্ত্রণাতে না হয় সুসার। যদ্বধি নাহি হয় কার্য্যের উদ্ধার ॥ ব্রহ্মা কন সত্য কথা কহিলে মেদিনী। না হলে কার্য্যের শেষ বৃথা মধ্যে গণি। অতএব তব কার্য্যে গমন করিব। সকল দেবতা মেলি মর্ত্যে জন্ম লব ॥ নিজ২ অংশে সভে জন্ম লব তথা। এই সত্য করিলাম শুন বসুমাতা ॥ এক্ষণে গমন কর নিজ নিকেতন। ক্রমে২ জন্ম লব যত দেবগণ ॥ মহী কন ব্রহ্মা আমি করিব গমন। আমার মনের সন্দ করহ ভঞ্জন ॥ অংশ রূপে জন্ম লবে যত দেবগণ। কেমনে হইবে মম দুঃখ নিবারণ ॥ নরগণ মূঢ় অতি অংশ না মানিবে। নর জ্ঞান করি নর দেবেরে গণিবে ॥ না মানিবে নরগণ নূতন বিধান। বলিবে বুদ্ধের গুণে করেছে রচন ॥ নরেরে বুঝান বড় সুকঠিন হয়। ক্ষণে২ বুদ্ধি ফেরে ঠিক নাহি রয় ॥ বিশেষে বঙ্গদেশের যত নরগণ। নিজ২ বুদ্ধে ফেরে কার বস নন ॥ মনে করে আমাপরি কেহনাহি আর। সকলি আপনি করি এই বুঝে সার ॥ না ভাবে কখন মনে আমি কোন জন। আপনারে না জেনে স্বয়ং হয়ে রন ॥ এইত আশ্চর্য্য বিধি দেখ চমৎকার। আপনার তত্ত্ব নাহি করে

কোন নর ।। কেহ যদি তত্ত্বজ্ঞানি তত্ত্ব কথা কয়। মন দিয়ে নাহি শুনে দূরেতে পলায় ।। তাহার প্রমাণ বিধি কি দিব এখন। যদি জন্ম লহ তবে জানিবে তখন ।। অংশরূপে গেলে উপকার নাহি হবে। এ নূতন বিধি নর কভু না মানিবে ।। অতএব বিধি যদি ঘুচাবে যন্ত্রণা। স্বয়ং না গেলে নর প্রতিত হবেনা ।। এইত কহিনু বিধি উচিত যা হয়। স্বয়ং জন্ম বিনে আর নাদেখি উপায় ।। ব্রহ্মা কন মহী তুমি ভাব কি কারণ। অংশ হতে হবে তব দুঃখ বিমোচন ।। মহামায়ার মায়াতে ভুলিবে সকলে। যাঁর মায়া গুণে নর আছে মহীতলে ।। সে জন জনম লবে তোমার কারণ। চিন্তা দূর কর মহী যাহ নিজ স্থান ।। গমন করিব সবে কহিনু তোমায়। ত্বরায় জনম লব যত দেবচয় ।। ঘুচাব তোমার দুঃখ নিষ্পাপ করিব। বিধবা রমণী বিভা চলিত করিব ।। কার সাধ্য মম বিধি করিবে খণ্ডন। শক্তির চরনে মম মতি সর্ব্বক্ষণ ।। শক্তির কথায় আমি এই বিধি কহি। শক্তির মহিমা কিছু জানি আমি মহী ।। শক্তির কৃপায় করি রিপুর সংহার। শক্তি হন হর্ত্তা কর্ত্তা মম মূলাধার ।। শক্তির বচন কভু অন্যথা না হয়। শক্তি বাণী সত্য জানি নাহি মম ভয় ।। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে যে সব হইল। শক্তির কৃপাগুণে মম সৃষ্টি রহিল ।। রাক্ষস বিনাশ হেতু সীতা রূপ হয়ে। দশ মাস রহিলেন লঙ্কায় যাইয়ে ।। দশ মাস বাস করি অশোকের বনে। পুনরপি আইলেন নিজ নিকেতনে ।। দশ মাস মধ্যে দুষ্ট রাক্ষস মরিল। বংশে বাতি দিতে কেহ রাক্ষস না ছিল ।। শক্তির মহিমা বর্ণি কি সাধ্য আমার। নাম মাত্র সৃষ্টি কর্ত্তা শুন মহী সার ।। আমি মাত্র মিথ্যা হই সৃষ্টি অধিকারি।

দুষ্টের দমন করে ত্রিপুরাসুন্দরী ॥ তাহার প্রমাণ আছে রক্তবীজ হৈতে। তারে বিনাশিল শক্তি আপন শক্তিতে ॥ অতএব মহী তুমি না বুঝ কারণ। যাঁর কর্ম্ম সেই করে তুমি ভাব কেন ॥ ব্রহ্মাণ্ড যতেক দেখ তাঁর সমুদয়। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কেহ না পারয় ॥ যতেক দেবতা দেখ তাঁর আজ্ঞাকারি। সকলে তাঁহাকে পূজে কৃতাঞ্জলি করি ॥ তিনি জন্ম লইবেন বিলাত মাঝেতে। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে নারিবে নরেতে ॥ সকল নরের পর হবে রাজেশ্বরী। অতএব মহী তুমি যাহ নিজপুরি ॥ ব্রহ্মার বাক্যেতে মহী বুঝিয়ে কারণ। নিজ নিকেতনে মহী করেন গমন ॥ গমন করিয়ে মহী ভাবে নিরন্তর। কবে হবে শুভ দিন জন্মিবে অমর ॥ অমর গমনে বিধি প্রকাশ হইবে। বিধবা রমণীগণ পুনঃ পতি পাবে ॥ বিধবার পতি বিনে স্থির হৈতে নারি। কত দিনে জন্ম লবে বিলাতে সঙ্করী ॥ কত দিনে জন্ম লবে বিধি বৃহস্পতি। কত দিনে পতি পাবে বিধবা যুবতী ॥ এত বলি বসুমাতা করেন ক্রন্দন। অতঃপর শুন কহি দেব বিবরণ ॥

অথ অবনীমণ্ডলে ব্রহ্মার বৃহস্পতির এবং শক্তির জন্ম সঙ্কেতে প্রকাশ।

পয়ার। মহীরে বিদায় করি ব্রহ্মা ভাবে মনে। অবনীতে জন্ম লৈতে হৈল এত দিনে ॥ কলিযুগে অবনীতে কেমনে যাইব। নর মাঝে নররূপে কেমনে রহিব ॥ হইল বিষম দায় উপায় না দেখি। এঘোর বিপদে আমি আর কারে ডাকি ॥ বিপদ নাশিনী যিনি কহিল আমারে। নিজে জন্ম লবে তিনি মহী উপকারে ॥ আরত উপায়

নাহি বুঝিনু কারণ। অতএব বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন॥ ত্বরায় লইতে জন্ম যুক্তি সার হয়। ভাবিলে এখন আর না হবে উপায়॥ শক্তির বচন কভু অন্যথা না হবে। সকল দেবতাগণে মর্ত্যে জন্ম লবে॥ আমি কিছু একা নহি ভাবি কি কারণ। সকল দেবতাগণে করিবে গমন॥ শক্তির গমন হবে শক্তির বচন। শক্তির গমনে সুখে রবে দেবগণ॥ যথা শক্তি অধিষ্ঠান তথা সুখোদয়। শক্তিহীন স্বর্গভূমি বন সম হয়॥ অতএব ব্রহ্মলোকে নাহি প্রয়োজন। জনম লইব মর্ত্যে মহীর কারণ॥ এত ভাবি ব্রহ্মা প্রণমে শক্তির পায়। শক্তি প্রতি কন ব্রহ্মা হই মা বিদায়॥ বিদায়ের কথা শুনি দুর্গতি নাশিনী। ব্রহ্মা প্রতি শক্তি কন শুন পদ্মযোনি॥ স্বয়ং জন্ম লতে মহীতে নাহি হবে। শত অংশের এক অংশ মহীতে যাইবে॥ কলিযুগে লীলার প্রকাশ না হইবে। নরবেশে নর ভাবে নরেরে বুঝাবে॥ চিনিতে নারিবে নর এমতে রহিবে। তবেত মহীর আশা সুসিদ্ধ হইবে॥ পরেতে প্রকাশ পেলে কিছু ক্ষতি নাই। অগ্রেতে প্রকাশ হলে ঘটিবে বালাই॥ স্তুতি নতি করি নর ভুলাবে তোমারে। না হবে বিধবা বিভা সংসার ভিতরে॥ নরেতে প্রকাশ পেলে বিফল হইবে। একারণ অংশ রূপে জন্ম লতে হবে॥ নর মাঝে রব সভে নররূপ ধরি। চিনিতে নারিবে নর মনে সন্দ করি॥ যত দিন দেহ ধরি রহিব তথায়। নরজ্ঞানে গণিবেক যত নরচয়॥ গ্রন্থ হইলে তবু গণ্য না করিবে। নর বলি নরগণ নিশ্চয় জানিবে॥ বিশ্বাস না করিবেক নর কোন জন। গ্রন্থকর্ত্তারে দুষি নরে করিবেন॥ অবিজ্ঞতা বলিয়ে বলিবে নরগণ। এইত কহিনু বিধি স্বরূপ বচন॥

ব্রহ্মা কন বুঝিলাম তোমার মন্ত্রণা। নরগণে ছদ্মবেশে করিবে করুণা॥ অতএব বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। চল সবে অংশ রূপে করিগে গমন॥ অংশেতে জনম লব যতেক দেবতা। বিপদে স্মরণ নিলে দয়া কর মাতা॥ তোমার সাহার্য্যে হবে সুমতি নরের। দেখো তারা ভুলনা সাহার্য্য মাত্র কর॥ এতবলি পদ্মযোনি অংশে জন্ম নিল। মহী মাঝে সেই জন ব্রহ্মজ্ঞানী হৈল॥ সেই সে চতুরানন বুঝ নরগণ। একারণ বিধবা বিভা বিধি করেন॥ নহিলে নরের সাধ্যে না হৈত বিধান্। বিধবা রমণী পক্ষে না হত মিলন॥ যারে বল রামমোহন তিনি পদ্মযোনি। কুইন বিক্‌টরি হন দুর্গতি নাসিনী॥ এইত কহিনু সার শুন নর গণ। বিদ্যাসাগর যারে বল তিনি কে হন॥ তারতত্ত্ব কহি আমি অতি সাবধানে। যে রূপ দেখিনু আমি শুইয়ে সপনে॥ তিনি গুরু বৃহস্পতি জেনেছি নিশ্চয়। বৃহস্পতি বিনে তিনি অন্য কেহ নয়॥ অতএব কহি শুন যত নরগণ। ঈশ্বরচন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতি হন॥ এইত কহিনু স্বপ্ন আদেশে শক্তির। সত্য মিথ্যা নাহি জানি আমি মূঢ় নর॥ যে রূপ সপনে আমি পাইনু দেখিতে। স্বপ্ন অনুসারে রচি অতি সংক্ষেপেতে॥ এক্ষণেতে এই মত হইল রচন। কালী যদি কুল দেন করিব বর্ণন॥ অতএব কালীং বল সর্ব্বজন। সংক্ষেপে রহিল মম দেব বিবরণ॥

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত।